সমকাল

তারিখ ···· 01 APR 2016 ·
পৃষ্ঠা ··· ২ ··· কলাম ···· ৬ ····

এইচএসসিতে বেড়েছে দেড় লাখ পরীক্ষার্থী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এসেও শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারেননি দুই লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থী। যার কারণ দারিদ্র্য, বাল্য বিয়েসহ নানা সামাজিক প্রতিকূল অবস্থা। তবুও এবারের পরীক্ষায় গতবারের তুলনায় পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ৪৪ হাজার ৭৪৪ জন। দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আগামী রোববার ৩ এপ্রিল থেকে একযোগে শুরু হচ্ছে ২০১৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা। এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ১২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ জন পরীক্ষার্থী। গত বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন। এবারের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ছয় লাখ ৫৪ হাজার ১১৪ জন ও ছাত্রী পাঁচ লাখ ৬৪ হাজার ৫১৪ জন।

পরীক্ষা উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব তথ্য জানান।

নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা নেওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এবার থেকে এ পরীক্ষায় প্রথমে বহু নির্বাচনী (এমসিকিউ), পরে রচনামূলক (তত্ত্বীয়) পরীক্ষা হবে। উভয় পরীক্ষার মধ্যে ১০ মিনিটের বিরতি থাকবে।' শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসিতে ১০ লাখ ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

এইচএসসিতে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

২০ হাজার ১০৯ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিমে ৯১ হাজার ৫৯১ জন, কারিগরি বোর্ডের অধীনে এক লাখ ২ হাজার ১৩২ জন ও ডিআইবিএসে (ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ) ৪ হাজার ৭৯৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে।' তত্ত্বীয় (লিখিত) পরীক্ষা ৯ জুন শেষ হবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন,'ব্যবহারিক পরীক্ষা ১১ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ২০ জুন। এবার আট হাজার ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা দুই হাজার ৪৫২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। বিদেশে সাতটি কেন্দ্রে ২৬২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ও যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী শ্রুতিলেখক নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থী ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে।' তিনি বলেন, 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (অটিস্টিক ও ডাউন সিনড্রোম বা সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত) পরীক্ষার্থীদের ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় ও পরীক্ষার কক্ষে অভিভাবক বা শিক্ষক বা সাহায্যকারী নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

নকলে সহায়তাকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা : শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে নকল করতে সহযোগিতা করলে তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষকের সহায়তা নকলের মধ্যে পড়লে ওই আইনের অধীনে সাজা হবে। বেতন কাটা কিংবা চাকরি চলে যাওয়ার মতো শাস্তি তো রয়েছেই। আমরা তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল (ফৌজদারি) মামলা করে আদালতের সামনে হাজির করব।' প্রশ্ন ফাঁসসহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য পাবলিক পরীক্ষা আইনে চার বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি আইনের শাস্তি হবে সর্বোচ্চ ১৪ বছর কারাদ এবং সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা জরিমানা।'

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বক্কর ছিদ্দিকসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।